গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহাপরিচালকের কার্যালয়
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ কর্মসূচী অধিশাখা
১০৮ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
www.dyd.gov.bd ; যুউঅ.বাংলা

স্মারক নম্বর: ৩৪.০১.০০০০.০২৮.৫১.০০৬.২২.২৩

তারিখ: ২৯ ফাল্গুন ১৪২৮
১৪ মার্চ ২০২২

বিষয়: **যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় উদ্ভাবন ধারণা বাস্তবায়ন।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় ১৬/০৩/২০২২ খ্রি. তারিখের মধ্যে একটি নতুন উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন করে অফিস আদেশ জারির বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সে লক্ষ্যে এ অর্থবছরে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় গাজীপুর সদর উপজেলার জাঝর গ্রামে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিবন্ধিত "মাল্টি ভোকেশনাল যুব সংগঠন"-এর সহায়তায় **"আয়বর্ধক কর্মসূচির মাধ্যমে যুব নারীদের স্বনির্ভরকরণ এবং ক্ষমতায়ন"** শিরোনামে উদ্ভাবন ধারণার পাইলট কর্মসূচি ০১/০৯/২০২২ থেকে ২৮/০২/২০২২ খ্রি. পর্যন্ত সময়ে বাস্তবায়ন করা হয়।

উদ্ভাবন ধারণাটি বাস্তবায়নের জন্য গাজীপুর সদর উপজেলার জাঝর গ্রামকে নির্বাচন করা হয়। প্রথম পর্যায়ে স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা এবং সুবিধাভোগীদের সাথে উঠান বৈঠক করে কর্মসূচির জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা হয়। এ গ্রামের কর্মপ্রত্যাশী যুবনারীদের তালিকা তৈরির জন্য উল্লিখিত যুব সংগঠনের সহায়তায় ৫০০ টি পরিবারের উপর জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। জরিপের তথ্য হতে ১৮-৪৫ বছর বয়সী ৫৩২ জন কর্মক্ষম নারীর তালিকা তৈরী করা হয়। এদের মধ্যে ৯৪ জন বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং বিচ্ছন্ন ও অনিয়মিতভাবে আয়বর্ধক কাজে সম্পৃক্ত রয়েছেন। প্রশিক্ষণ নেই এবং আয়বর্ধক কর্মসূচিতেও সম্পৃক্ত নন অবশিষ্ট ৪৩৮ জনের মধ্যে ১০১ জনকে কুটির শিল্প, পোষাক তৈরি, ব্লক, বাটিক, স্ক্রিন প্রিন্টিং, গাভী পালন, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগী পালন, পাখি পালন, মৎস্য চাষ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অত:পর পূর্বে প্রশিক্ষিত ৯৪ জন এবং নতুন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ১০১ জন মোট ১৯৫ জন নারীর পরিবার থেকে পুঁজি সংগ্রহ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে আয় সঞ্চারমূলক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।

এ পাইলট কর্মসূচির আওতায় জাঝর গ্রামের নারীগণ আয়সঞ্চারমূলক কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ায় পরিবার ও সমাজে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হয়েছে। জাঝর গ্রামের অবশিষ্ট কর্মক্ষম ৩৩৭ জন নারীকে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা হলে পুরো গ্রামে নারীদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে। উদ্ভাবন ধারণাটি টেকসই করার লক্ষ্যে কর্মে নিয়োজিত এবং কর্মপত্যাশীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এবং তাদের তথ্য ডাটাবেজে হালনাগাদ করা প্রয়োজন।

বর্ণিত অবস্থায়, জাঝর গ্রামের কর্মে নিয়োজিত এবং কর্মপত্যাশী নারীদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা এবং প্রশিক্ষণের বাইরে থাকা নারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানপূর্বক আয়বর্ধক কাজে অন্তর্ভূক্ত করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে অনুরোধ করা হলো। একই সাথে জাঝর গ্রামের নারীদের প্রশিক্ষণসহ তাদের আয়বর্ধকমূলক কাজের তথ্যাদি নিয়মিত ডাটাবেজে হালনাগাদ করতে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: উদ্ভাবন ধারণা বাস্তবায়নের প্রতিবেদন - ৬ (ছয়) পাতা

১৪-৩-২০২২
মোঃ আজহারুল ইসলাম খান
মহাপরিচালক (গ্রেড-১)

উপপরিচালক
উপপরিচালকের দপ্তর
উপপরিচালকের কার্যালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, গাজীপুর

ফোন: ০২-২২৩৩৮৯৩৮৯
ফ্যাক্স: ৯৫৮৭৩০০
ইমেইল: dg@dyd.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৩৪.০১.০০০০.০২৮.৫১.০০৬.২২.২৩/১(৭৬)

তারিখ: ২৯ ফাল্গুন ১৪২৮ / ১৪ মার্চ ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) চিফ ইনোভেশন অফিসার ও অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
২) উপসচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), ই-গভর্নেন্স-২ অধিশাখা , মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
৩) উপসচিব, যুব অধিশাখা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
৪) মহাপরিচালকের কার্যালয়ের পরিচালকগণ
৫) উপ-পরিচালক (সকল জেলা) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
৬) সহকারী পরিচালক, আইসিটি অধিশাখা , যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর (ওয়েব সাইটে প্রকাশ ও সেবাবক্সে সংরক্ষণ করার অনুরোধসহ)
৭) উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, ---------- (সকল) উপজেলা, ---------- জেলা।

১৪-৩-২০২২
মোঃ শাহীনূর রহমান
উপ-পরিচালক

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরে ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার আওতায় উদ্ভাবন ধারণা বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

উদ্ভাবন প্রকল্প ছক (উপকরণ ১৩ অনুসারে)

উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনামঃ	**আয়বর্ধক কর্মসূচির মাধ্যমে যুব নারী স্বনির্ভরকরণ ও ক্ষমতায়ন**
সমস্যার সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ	▪ যুবনারীদের সঠিক ডাটাবেজ না থাকা । ▪ যুবনারীদের কর্মসংস্থান না থাকা। ▪ যুবনারীদের আয়বর্ধক কর্মমূচিতে সম্পৃক্ত না থাকা। ▪ কর্মসংস্থানে নিয়োজিতকরণ/আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে স্থানীয় চাহিদাভিত্তিক প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ না থাকা। ▪ এলাকার যুবনারীরা বিচ্ছিন্নভাবে আয়বর্ধক কর্মসূচিতে যুক্ত হলেও নিয়মিত কাজ না থাকা। ▪ আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত নারীদের এলাকায় কোন নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম না থাকায় পারস্পরিক সমন্বয়ের অভাব। ▪ আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত হতে পুঁজির অভাব। পারিবারিক সামর্থ থাকলেও আস্থার অভাব থাকায় যুবনারীদের আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত হতে পরিবার থেকে কোন অর্থের যোগান না দেওয়া। ▪ পারিবারিক দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রতিবন্ধকতার জন্য নারীদের কর্মের সুযোগ সীমিত থাকা। ▪ নারীদের আর্থিক সক্ষমতা না থাকা। ▪ নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা না থাকা।
সমাধান	○ যুবনারীদের সুসংগঠিত করে তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পারিবারিক পুঁজি সরবরাহের মাধ্যমে আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করতে পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন। ○ নারীদের সুসংগঠিতকরণ এবং তাদের কর্মে নিয়োজিত হওয়ার জন্য একটি নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম তৈরির লক্ষ্যে স্থানীয় যুব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করে পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়ন। ○ প্রকল্প এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি এবং নারীদের অভিভাবকের সাথে আলোচনা করে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য সমর্থন আদায় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা। ○ প্রকল্পের কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে অর্থাৎ প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য এলাকার কর্মক্ষম নারীদের উদ্বুদ্ধ করতে উঠান বৈঠক করা। ○ স্বেচ্ছাসেবী যুব সংগঠনের মাধ্যমে জরিপ কার্য পরিচালনা করা এবং ডাটাবেজ তৈরি। ○ ডাটাবেজ বিশ্লেষণ করে বিচ্ছিন্নভাবে যে সকল নারীরা আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত রয়েছে তাদের নিয়মিত কাজের ব্যবস্থা করা। ○ যুবনারীদের দক্ষতা ও চাহিদার ভিত্তিতে প্রশিক্ষণের ট্রেড নির্ধারণ করা। ○ প্রশিক্ষণ ট্রেড নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রকল্প এলাকার যুবনারীগণ আয়বর্ধক কর্মসূচিতে যাতে দ্রুত সম্পৃক্ত হতে পারে সে বিষয়টি বিবেচনা করা। ○ স্থানীয় যুব সংগঠনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান। ○ প্রশিক্ষিত যুবনারীদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আয়বর্ধক কর্মসূচিতে নিয়োজিত হতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকল্প গ্রহণে সহায়তা করা ○ প্রশিক্ষণার্থীদের পরিবার থেকে পুঁজি সংগ্রহ করে আয়বর্ধক প্রকল্প গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা ○ যুবনারীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা করা।

উদ্ভাবন ধারণা গ্রহণের পটভূমি:	জাতীয় যুব পুরস্কার ২০২১ এর জন্য উপযুক্ত প্রার্থী বাছাই-এর জন্য গাজীরপুর সদর উপজেলার জাঝর গ্রাম পরিদর্শনকালে দেখা যায়, এ গ্রামের অনেক যুবনারী বিচ্ছিন্নভাবে কুটির শিল্প (হোগলা পাতার কাজ), সেলাই, গাভী পালন, ছাগল পালন করে আয় করে। তাদের এ সকল কাজে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সহায়তা করে মাল্টি ভোকেশনাল যুব সংগঠনের সভাপতি জনাব মনোয়ারা আক্তার স্বর্ণা। পরিদর্শনে আরো দেখা যায়, অনেক নারীর আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত হওয়ার আগ্রহ রয়েছে কিন্তু উপযুক্ত প্রশিক্ষণ, পুঁজি এবং পারিবারিক প্রতিবন্ধকতার জন্য তারা আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত হতে পারছে না। স্থানীয় যুব সংঠনের সহায়তায় এসকল প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারলে এ গ্রামের সকল কর্মক্ষম নারীকে আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা সম্ভব। ফলে অর্থ উপার্জনের মাধ্যমে নারীগণ পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতার অবদানে তাদের গুরুত্ব বাড়বে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্জিত হবে প্রকারান্তরে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে। এ লক্ষ্যে "আয়বর্ধক কর্মসূচির মাধ্যমে যুব নারীদের স্বনির্ভরকরণ এবং ক্ষমতায়ন" শিরোনামে উদ্ভাবন ধারণা বাস্তবায়নের জন্য পাইলট কর্মসূচি হিসেবে গাজীপুর সদর উপজেলার জাঝর গ্রামকে নির্বাচন করা হয়।
জরিপ কার্যক্রম	স্থানীয় যুব সংগঠন "মাল্টি ভোকেশনাল যুব সংগঠন" এর সহায়তায় প্রকল্প এলাকার টার্গেটভূক্ত যুবনারীদের তালিকা প্রস্তুতের জন্য নির্ধারিত ফরম তৈরি করে জরিপ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।
ডাটাবেজ তৈরি	

১.	জরিপের আওতাধীন পরিবারের সংখ্যা (স্থায়ীভাবে বসবাসরত)	:	৫০০ টি
২.	কর্মক্ষম জনসংখ্যা (১৮ বছরের উর্ধ্বে)	:	১৫০৫ জন
	ক. পুরুষ	:	৬৬৩ জন
	খ. নারী	:	৮৪২ জন
৩.	চাকুরিতে এবং শ্রমিক হিসেবে কর্মরত নারীর সংখ্যা	:	১৩২ জন
৪.	আত্মকর্মী এবং কর্মপ্রত্যাশী নারীর সংখ্যা	:	৭১০ জন
৫.	আত্মকর্মী এবং কর্মপ্রত্যাশী নারীর মধ্যে	:	
	ক. ৪৫ বছর বয়সের অধিক বয়সী নারীর সংখ্যা	:	১৭৮ জন
	খ. ১৮-৪৫ বয়সী নারীর সংখ্যা	:	৫৩২ জন
৬.	ক. ১৮-৪৫ বয়সী নারীর মধ্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নারীর সংখ্যা	:	৯৪ জন
	খ. কর্মপ্রত্যাশী নারীর মধ্যে প্রশিক্ষণ নেই এমন নারীর সংখ্যা	:	৪৩৮ জন

প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে যুবনারীদের আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্তি সংক্রান্ত তথ্য

১.	কুটির শিল্প (হোগলা পাতার ব্যাগ, পট তৈরি)	:	৩০ জন
২.	সেলাই (পোষাক তৈরি, ব্লক, বাটিক, স্ক্রিন প্রিন্টিং)	:	১৭ জন
৩.	ক্ষুদ্র ব্যবসা (কাপড়ের ব্যবসা, সব্জি বিক্রি, মুদি দোকান)	:	৩০ জন
৪.	কৃষি বিষয়ক (গাভী পালন, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগী পালন, পাখি পালন, মৎস্য চাষ)	:	১৭ জন

প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ (পাইলটিং কর্মসূচি বাস্তবায়নকালে)	১.	কুটির শিল্প (হোগলা পাতার ব্যাগ, পট তৈরি)	:	৩০ জন
	২.	সেলাই (পোষাক তৈরি, ব্লক, বাটিক, স্ক্রিন প্রিন্টিং)	:	২৬ জন
	৩.	ক্ষুদ্র ব্যবসা (কাপড়ের ব্যবসা, সব্জি বিক্রি, মুদি দোকান)	:	২০ জন
	৪.	কৃষি বিষয়ক (গাভী পালন, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগী পালন, পাখি পালন, মৎস্য চাষ)	:	২৫ জন
আত্মকর্মসংস্থানের জন্য ট্রেডওয়ারি ক্লাস্টর তৈরি	১.	কুটির শিল্প (হোগলা পাতার ব্যাগ, পট তৈরি)	:	৬০ জন
	২.	সেলাই (পোষাক তৈরি, ব্লক, বাটিক, স্ক্রিন প্রিন্টিং)	:	৪৩ জন
	৩.	ক্ষুদ্র ব্যবসা (কাপড়ের ব্যবসা, সব্জি বিক্রি, মুদি দোকান)	:	৫০ জন
	৪.	কৃষি বিষয়ক (গাভী পালন, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগী পালন, পাখি পালন, মৎস্য চাষ)	:	৪২ জন

কর্ম সম্পাদনের পদ্ধতি

- গাজীপুর সদর উপজেলা কার্যালয় এবং মাল্টি ভোকেশনাল যুব সংগঠনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ১০১ জন যুব নারীকে কুটির শিল্প (হোগলা পাতার ব্যাগ, পট তৈরি), সেলাই (পোষাক তৈরি, ব্লক, বাটিক, স্ক্রীন প্রিন্টিং) এবং কৃষি বিষয়ক (গাভী পালন, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগী পালন, পাখি পালন) প্রশিক্ষণ প্রদান।
- পূর্ব থেকে যারা আয়বর্ধক কর্মসূচির সাথে বিচ্ছিন্ন ও অনিয়মিতভাবে জড়িত রয়েছেন তাদেরকে সংগঠিত করে নিয়মিত কাজ যোগাড় করে দেওয়া।
- যুব সংগঠনকে সম্পৃক্ত করে প্রশিক্ষিত যুবনারীদের পারিবারিক পুঁজি সংগ্রহের মাধ্যমে আত্মকর্ম প্রকল্প শুরু করার জন্য কর্মপ্রত্যাশী নারীর পরিবারের সাথে নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করা, পরিবারগুলোকে উদ্বুদ্ধ করা এবং পরিবারের মধ্যে আস্থা তৈরি করা।
- আত্মকর্মী নারীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণে সহায়তা করা।

কী ফলাফল তৈরি হবে?

- পাইলট প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে ১৯৫ জন যুবনারীর নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা হবে।
- পারিবারিকভাবে সচ্ছলতা বৃদ্ধি পাবে।
- নারীদের একটি কর্মবলয় এবং কর্মের পরিবেশ তৈরি হবে।
- স্থানীয় যুব সংগঠনের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মী তৈরির কার্যক্রম বাস্তবায়ন হওয়ায় কর্ম প্রত্যাশীদের সেবা গ্রহণে অর্থ ও সময় সাশ্রয় হবে এবং যাতায়াতের কোন প্রয়োজন হবে না।
- নতুন আত্মকর্মী/উদ্যোক্তা সৃষ্টি হবে।
- নারী ও শিশু নির্যাতন লাঘব হবে।
- যৌতুক এর বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে।
- ইভটিজিং কমবে।
- পরিবার এবং সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।
- নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে।

পাইলটের স্থানঃ	জাঝর গ্রাম, গাজীপুর সদর
বাস্তাবয়নের সময়ঃ	সেপ্টেম্বর ২০২১ হতে ফেব্রয়ারি ২০২২

টিম সদস্যঃ

	টীম লিডার	সদস্য	সদস্য	সদস্য
নাম	মোঃ শাহীনূর রহমান	নাজমুল	মোঃ মনসুর আলম	মনোয়ারা আক্তার স্বর্ণা
পদবী	উপপরিচালক (দা. বি. ও ঋণ)	সহকারি পরিচালক	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	সভাপতি মাল্টি ভোকেশনাল যুব সংগঠন
ঠিকানা	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ১০৮, মতিঝিল বা/এ	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর গাজীপুর	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, গাজীপুর সদর	জাঝর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর
মোবাইল	০১৭১৩৮৬৬০৯৬	০১৬৪৭৩২০৪২৮	০১৯১৭৪৬৩৬৯০	০১৭১৪৭৪৮২৩৯
ইমেইল	ddpa1@dyd.gov.bd	nazmolshikdar28@gmail.com	gazipursadar@dyd.gov.bd	manuarasou@gmail.com

প্রয়োজনীয় রিসোর্স

প্রয়োজনীয় সম্পদ			কোথা হতে পাওয়া যাবে?
খাত	বিবরণ	অর্থ	
জনবল	১. সহকারি পরিচালক, গাজীপুর ২. উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, গাজীপুর সদর, গাজীপুর ৩. সভাপতি, মাল্টিভোকেশনাল যুব সংগঠন , জাঝর, গাজীপুর সদর ৪. সংগঠনের ২ জন সদস্য ।	২২,৫০০/=	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্ভাবন খাতে বরাদ্দ অর্থ
বস্তুগত	কম্পিউটার/ল্যাপটপ, মোটরসাইকেল, মোবাইল ফোন/ল্যান্ড ফোন, ইন্টারনেট সংযোগ সহ মডেম (অফিসিয়াল)	০	
অন্যান্য	সভা, উঠান বৈঠকের আপ্যায়ণ খরচ, প্রচার, ছবি তোলা ও আনুষাঙ্গিক রেজিস্টার, প্রিন্টার,কাগজ ইত্যাদি	৪৩,৮০০/=	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্ভাবন খাতে বরাদ্দ অর্থ
	প্রয়োজনীয় মোট অর্থ =	৬৬,৩০০/=	

রিসোর্সের যোগান: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উদ্ভাবন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে।

কর্ম-পরিকল্পনাঃ

মাইলস্টোন	একটিভিটি	কে করবে?	সময়কাল (মাস/তারিখ)					
			সেপ ২০২১	অক্টো ২০২১	নভে ২০২১	ডিসে ২০২১	জানু ২০২২	ফেব্রু ২০২২
প্রস্তুতি গ্রহণ	স্টেকহোল্ডারদের সাথে আলোচনা ও প্রকল্প অনুমোদন	উপপরিচালক (দা.বি. ও ঋণ)						
	সুবিধাভোগীদের উদ্বুদ্ধ করতে উঠান বৈঠক							
অর্থ প্রাপ্তি	মহাপরিচালক (গ্রেড-১) এর নিকট উপস্থাপন ও অনুমোদন গ্রহণ	উপপরিচালক (দা.বি. ও ঋণ)						
জরিপ ও ডাটা এন্ট্রি করার কাজে কর্মী নিয়োগ	মাল্টি ভোকেশনাল যুব সংগঠনের ২ জনকে ডাটাবেইজ তৈরির কাজে খন্ডকালীন নিয়োগ	উপপরিচালক (দা.বি. ও ঋণ)						
ডাটাবেজ তৈরি	নিয়োগ প্রাপ্ত কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে নির্ধারিত ফর্মে তথ্য সংগ্রহ করে ডাটাবেইজ প্রস্তুত করবে	সহকারি পরিচালক, গাজীপুর, যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, গাজীপুর সদর, স্বর্ণা						
প্রশিক্ষণ	ডাটাবেইজের তথ্য অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদান	উপপরিচালক , গাজীপুর, উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, গাজীপুর সদর, স্বর্ণা						
আয়বর্ধক কর্মসূচিতে নিয়োজিত করণ	পারিবারিক পুঁজি সংগ্রহের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত যুবনারীদের আত্মকর্মে নিয়োজিতকরণ	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, স্বর্ণা						
পণ্য বাজারজাত করণ	বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ এবং লিংকেজ স্থাপনের মাধ্যমে বাজারজাতকরণে সহায়তা	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা, স্বর্ণা						

সাফল্যের বিবরণ

নং	প্রশিক্ষণ প্রদান		আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্তকরণ		মন্তব্য
	ট্রেড	সংখ্যা	ট্রেড	সংখ্যা	
১	কুটির শিল্প (হোগলা পাতার ব্যাগ, পট তৈরি)	৩০ জন	কুটির শিল্প (হোগলা পাতার ব্যাগ, পট তৈরি)	৬০ জন	▪ প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে প্রশিক্ষিত যুবনারীদের পারিবারিক পুঁজি আহরণের মাধ্যমে আত্মকর্মে নিয়োজিতকরণ। ▪ বিচ্ছিন্নভাবে ও অনিয়মিতভাবে যারা আত্মকর্মে নিয়োজিত ছিল তাদের যুব সংগঠনের মাধ্যমে সংগঠিত করে নিয়মিত আয়-সঞ্চারমূলক কাজে সম্পৃক্তকরণ
২	সেলাই (পোষাক তৈরি, ব্লক, বাটিক, স্ক্রীন প্রিন্টিং)	২৬ জন	সেলাই (পোষাক তৈরি, ব্লক, বাটিক, স্ক্রীন প্রিন্টিং)	৪৩ জন	
৩	ক্ষুদ্র ব্যবসা (কাপড়ের ব্যবসা, সব্জি বিক্রি, মুদি দোকান)	২০ জন	ক্ষুদ্র ব্যবসা (কাপড়ের ব্যবসা, সব্জি বিক্রি, মুদি দোকান)	৫০ জন	
৪	কৃষি বিষয়ক (গাভী পালন, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগী পালন, পাখি পালন, মৎস্য চাষ)	২৫ জন	কৃষি বিষয়ক (গাভী পালন, ছাগল পালন, হাঁস-মুরগী পালন, পাখি পালন, মৎস্য চাষ)	৪২ জন	

প্রত্যাশিত ফলাফল

আইডিয়া বাস্তবায়নের আগে	বিচ্ছিন্ন এবং অনিয়মিতভাবে আত্মকর্মে নিয়োজিত ছিল ৯৪ জন
আইডিয়া বাস্তবায়নের পরে	আত্মকর্মে নিয়োজিত হয়েছে ১৯৫ জন, যাদের মাসিক গড় আয় ৫ হাজার থেকে ২০ হাজার টাকা।
আইডিয়া বাস্তবায়নের ফলে সেবা গ্রহিতার প্রত্যাশিত সুবিধা	নারীদের কর্মবলয় ও কর্মের পরিবেশ তৈরি হয়েছে, নিয়মিত আয়ের ব্যবস্থা হয়েছে এবং নারীর ক্ষমতায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

ভবিষৎ পরিকল্পনা

- কর্মপ্রত্যাশী ৪৩৮ জনের মধ্যে পাইলট প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন ১০১ জনকে প্রশিক্ষণ দিয়ে আত্মকর্মে নিয়োজিত করা হয়েছে। অবশিষ্ট যুবনারীদের পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- ডাটাবেজের বাইরে নতুনভাবে যে সকল যুবনারী কর্মপ্রত্যাশি হবে তাদের দক্ষতা এবং চাহিদা অনুসারে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা।
- প্রশিক্ষিত সকল যুবনারীকে আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা।
- পারিবারিক পুঁজি আহরণের মাধ্যমে প্রাথমিকভাবে কাজ শুরু করা।
- প্রকল্প সম্প্রসারণের জন্য যুব ঋণ প্রদান।
- প্রান্তিক যুবনারীদের নিয়ে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরাধীন পরিবারভিত্তিক ঋণ কার্যক্রমের কেন্দ্র গঠন করে ঋণ সহায়তা প্রদান।
- আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা তৈরি এবং উদ্যোক্তাদের কর্মসংস্থান ব্যাংক, এনআরবিসি ব্যাংক থেকে ঋণ প্রদানের জন্য লিংকেজ স্থাপন করে দেওয়া।
- আত্মকর্মী যুবনারীদের ড্রপ-আউট রোধকল্পে নিয়মিতভাবে যুব সংগঠনের মাধ্যমে ফলোআপ মিটিং করা।

১৪/০৬/২০২২
মোঃ শাহীনুর রহমান
উপ-পরিচালক (দাঃ বিঃ ও ঋণ)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

১৪/০৬/২০২২
মোঃ জাকারিয়া জামিল
সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

১৪.০৬.২০২২
মোঃ আতিকুর রহমান
উপপরিচালক
আত্মকর্ম ও প্রকাশনা
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

১৪.৬.২২
মোঃ হামিদুর রহমান
উপপরিচালক (বাস্তবায়ন মনিটরিং ও যুব সংগঠন)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়